

নাজাশী কী কুফুরি আইন দিয়ে শাসন করতো?

শায়খ আহমাদ মাহমুদ



AHLUL HAQQ
publications

নাজাশী কী কুফুরি আইন দিয়ে শাসন করতো?

শায়খ আহমাদ মাহমুদ

১৪৪৭ হিজরি

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:



AHLUL HAQQ
publications

যে ব্যক্তি সততার সাথে ইসলাম বহন করে এবং আন্তরিকভাবে একে শাসনব্যবস্থায় হিসেবে ও জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে—সে এককভাবে হোক বা দলগতভাবে—সে কোনো কুফরী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, একই সাথে এ দাবি করতে পারে না যে সে এটি ধ্বংস করার জন্য কাজ করছে। কারণ কুফরী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা, যা কুফরী আইন ও বিধান প্রয়োগ করে, তা মূলত কুফরী ব্যবস্থাগুলোকে দৃঢ় করা, ধ্বংস করা নয়। কুফরী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য যে দলিল আনা হতে পারে, তা নিজেকে প্রতারিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়—আল্লাহ্ ও মুমিনদের প্রতারণা তো দূরের কথা। বিশেষ করে যখন সেই দলিল এমন শরঈ প্রমাণের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়, যা অর্থে সুস্পষ্ট ও বর্ণনায় নির্ভুল।

এটি আসলেই এক কঠিন পরীক্ষা এবং এক মহাপাপ, যখন একজন দাওয়াত বাহক এমন একটি মাসলাহাহ (অর্থাৎ কল্যাণ, উপকারিতা বা স্বার্থ) গ্রহণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যা তার নিজের বুদ্ধি থেকে অনুমান করা হলেও শরীয়ত সেটিকে দলিল হিসেবে গণ্য করেনি—কিন্তু সে তা ব্যবহার করে নিজের সেই কাজকে বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করে, যা সুস্পষ্ট ও সহিহ নাস-এর বিরুদ্ধে যায়। অথবা যখন সে এমন কিছু ওপর নির্ভর করে, যা আসলে শুভহাতুদ-দলীল (দলিলের আভাস) পর্যন্তও নয়, অথচ সেটিকেই কুফরী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায়—যে ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করে। যদিও কুফরী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা সুস্পষ্টভাবে সেই সব শরঈ

দলিলের বিরোধিতা করে, যেগুলো অর্থে ও বর্ণনায় নিশ্চিত (কাতঙ্গ)। আর এই দলিলগুলোই আমাদের ওপর আল্লাহ্ নাযিলকৃত বিধান অনুসারে শাসন করা ফরয করে এবং আল্লাহ্ বিধান ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন করাকে কঠোরভাবে হারাম করেছে।

তারা নাজাশীর ঘটনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে—যার মৃত্যুদিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্য জানাযার নামাজ পড়েছিলেন—এবং এটিকে ব্যবহার করে এমন কুফরী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণকে বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করে, যে শাসনব্যবস্থা আল্লাহ্ নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা শাসন করে।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে, নাজাশী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তবে ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি পূর্বকার সেই ব্যবস্থার মাধ্যমেই শাসন চালিয়ে গিয়েছিলেন—যা আসলে ছিল অনৈসলামীক শাসনব্যবস্থা।

এটি প্রমাণ করার জন্য তারা ছয়টি হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করে, যা ইমাম বুখারী رحمه الله বর্ণনা করেছেন নাজাশীর মৃত্যু ও তাঁর জন্য পড়া জানাযা সম্পর্কিত হাদীসে। এর মধ্যে তিনটি হাদীস জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আনসারী رضي الله عنه থেকে এবং অপর তিনটি আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। কিন্তু বাস্তবে, এই ছয়টি হাদীসকে কোনোভাবেই দলিল হিসেবে দাঁড় করানো যায় না, কুফরী আইন

ও কুফরী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ বৈধ প্রমাণ করার জন্য। এরপরের পয়েন্টগুলোতে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

১- ইমাম বুখারী رحمه الله যখন এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি এর মধ্যে পাঁচটি রেখেছেন “বাব মাউত আন-নাজাশী” (নাজাশীর মৃত্যু অধ্যায়)-এর অধীনে, আর ষষ্ঠটি রেখেছেন “বাব আল-জানাইয” (জানায়ার অধ্যায়)-এ।

এই ছয়টি হাদীসই নাজাশীর মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাদের তার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া, তার সম্পর্কে বলা যে তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি এবং তাদের ভাই; তারপর তিনি তাদেরকে আল্লাহ ﷻর কাছে তাঁর জন্য মাগফিরাত চাইতে আদেশ দেন এবং তাঁর সাথে মিলিত হয়ে নাজাশীর জানায়ার নামায পড়ার নির্দেশ দেন। এসব ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি মুসলিম ছিলেন।

২- ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর ‘ফাতহুল বারি’ (বুখারির সহীহ্ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ) গ্রন্থে বুখারির বর্ণনাটির (ঘটনাটি) উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ‘নাজাশির মৃত্যু’ শিরোনামে তা উল্লেখ করেছেন, তাঁর ইসলাম গ্রহণের অধ্যায়ের অধীনে নয়।

তিনি বলেন, “এখানে কিছুটা বিভ্রান্তি ছিল যে, ইমাম বুখারী নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে কোনো বর্ণনা করেননি, বরং তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত বর্ণনা এনেছেন। এর কারণ হলো—নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তার কাছে প্রমাণিত হয়নি,

কিন্তু তার মৃত্যুর ঘটনা ছিল স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তাই তিনি তার মৃত্যু সম্পর্কিত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যাতে বোঝা যায় যে জানাযার নামাজ পড়ার মাধ্যমেই তার ইসলাম গ্রহণ প্রমাণিত হয়”

৩- ইমাম বুখারী رحمه الله যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের শব্দচয়ন থেকে বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজাশীর মৃত্যু এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ একই দিনে ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। এছাড়াও এটি ইঙ্গিত করে যে সাহাবারা তার ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যুর বিষয়ে কিছুই জানতেন না, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এ সম্পর্কে অবহিত করেন।

জাবির رضي الله عنه-এর হাদীসে, তিনি বলেছেন, “যখন নাজাশী মারা গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ‘আজ একজন ধার্মিক ব্যক্তি মারা গেছেন। তাই তোমরা দাঁড়াও এবং তোমাদের ভাই আশিমাহ’র জন্য জানাযার নামাজ পড়ো।’”

আবু হুরায়রা رضي الله عنه-এর বর্ণনায় এসেছে:

“রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে হাবাশার শাসক নাজাশীর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন, যেদিন তিনি মারা গিয়েছিলেন।”

এগুলো স্পষ্ট করে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজাশীর মৃত্যু এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর ওহীর মাধ্যমেই ঐ দিন জানতে পেরেছিলেন।

আর জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه—এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের উদ্দেশে বলেন: “আজ একজন ধার্মিক ব্যক্তি মারা গেছেন।” এবং, “তোমাদের ভাই আশিমাহর জন্য জানাযার নামাজ পড়ো।”

এই কথাগুলো ইঙ্গিত করে যে সাহাবারা আগে থেকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর জানতেন না। কারণ, যদি তারা আগেই জানতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরকম অভিব্যক্তি—“একজন ধার্মিক ব্যক্তি”, “তোমাদের ভাই”—ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো না। কেননা সাহাবাদের কারো জানাযার জন্য ডাক দিতেন, তখন তিনি এ ধরনের অভিব্যক্তি ব্যবহার করতেন না।

৪- এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে নাজাশী মৃত্যুর অল্প আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি ঠিক কখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তা তারা ব্যাখ্যা করেনি। শব্দচয়ন থেকে স্পষ্ট হয় যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার(নাজাশীর) মৃত্যু ও ইসলাম গ্রহণের সংবাদ ওহীর মাধ্যমে সেই দিনই জেনেছিলেন—যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোনো সহীহ বর্ণনা নেই যা উল্লেখ করে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য কোনো সময়ে নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়েছিলেন।

৫- এই ছয়টি হাদীসে এমন কিছুই নেই যা প্রমাণ করে যে, যে নাজাশীর মৃত্যুর সংবাদ রাসূলুল্লাহﷺ সাহাবাদের দিয়েছিলেন, তিনি সেই একই নাজাশী ছিলেন যিনি মুসলমানদের হিজরত করার সময় হাবাশা'র শাসক ছিলেন। একইভাবে, এতে এমন কিছু নেই যা প্রমাণ করে যে তিনি সেই নাজাশী ছিলেন যাকে রাসূলুল্লাহﷺ ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এর কারণ হলো, “নাজাশী” কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়। বরং এটি একটি উপাধি (লাকাব), যা হাবাশার প্রতিটি শাসকের জন্য ব্যবহার করা হতো—যেমন ইমাম নাওয়ামী তার শরহ সহীহ মুসলিম গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আল-ইসাবাহ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন।

৬- সহীহ মুসলিম-এর দ্বাদশ খণ্ডে ইমাম নববী رحمه الله মন্তব্য করেছেন যে, যে নাজাশীর কাছে রাসূলুল্লাহﷺ হিজরতের ষষ্ঠ বছরের শেষে—হৃদয়বিয়ার অভিযান থেকে ফিরে আসার পর—ইসলামের দাওয়াতের চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তিনি সেই নাজাশী নন, যার জন্য নবীﷺ জানাযার নামাজ পড়েছিলেন।

হাদীসের মূল বর্ণনা হলো: “আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত—নবীﷺ কিসরা, কায়সার, নাজাশী এবং প্রত্যেক জালিম শাসকের কাছে লিখেছিলেন, তাদের আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানিয়ে। কিন্তু তিনি সেই নাজাশী ছিলেন না, যার জন্য নবীﷺ জানাযার নামাজ আদায় করেছিলেন।”

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, যার জন্য নবীﷺ জানাযার নামাজ পড়েছিলেন তিনি সেই নাজাশী নন, যার কাছে মুসলিমরা হিজরত করে গিয়েছিল তার সুরক্ষার অধীনে বসবাস করার জন্য। আর তিনি সেই নাজাশীও নন, যার কাছে নবীﷺ হিজরতের ষষ্ঠ বছরে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতের চিঠি লিখেছিলেন। বরং তিনি হলেন সেই নাজাশী, যিনি মৃত্যুবরণ করা সেই নাজাশীর পর সিংহাসনে বসেন, যার কাছে নবীﷺ আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরীকে প্রেরণ করেছিলেন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। কিন্তু তিনি সাড়া দেননি এবং ইসলামও গ্রহণ করেননি। কারণ, যদি তিনি সাড়া দিতেন ও ইসলাম গ্রহণ করতেন, তবে রাসূলﷺ সাহাবাদের তা জানাতেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করতেন, এবং জা‘ফর ইবন আবি তালিব ও মুহাজির মুসলিমরা তার ইসলাম গ্রহণের খবর জানতেন।

তারা সপ্তম হিজরিতে, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলﷺ -এর কাছে ফিরে এসেছিলেন—অর্থাৎ তখন যখন নবীﷺ নাজাশীর কাছে সেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন। যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন, তবে তা মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন ও আনন্দের কারণ হতো, বিশেষ করে খাইবার বিজয়ের পর। তখন নবীﷺ তাঁদের তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিতেন, এবং কেবল এটাই বলায় সীমাবদ্ধ থাকতেন না যে: “আমি জানি না কোনটি আমাকে বেশি আনন্দিত করেছে; খাইবার বিজয় নাকি জা‘ফরের আগমন।” (সীরাহ ইবনে হিশাম)। তিনি যুক্ত করতে পারতেন: “অথবা নাজাশীর ইসলাম গ্রহণ।” কিন্তু তিনি সেই হাদীসে নাজাশীর কথা উল্লেখ করেননি, যদিও পরিস্থিতি তা উল্লেখ করারই দাবি রাখতো, যদি তিনি(নাজাসী) তার দাওয়াত কবুল করে ইসলাম গ্রহণ করতেন।

৭- যারা এ মত পোষণ করেছে যে, যে নাজাশীর জন্য রাসূলﷺ জানাযার নামাজ পড়েছেন, তিনি-ই সেই নাজাশী যার কাছে মুসলমানরা হিজরত করে গিয়েছিল এবং তাঁর আশ্রয়ে প্রবেশ করেছিল, এবং সেই একই নাজাশী যার কাছে রাসূলﷺ হিজরতের ষষ্ঠ সালের শেষে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতপত্র পাঠিয়েছিলেন—তারা ভুলভাবে এ ধারণা গ্রহণ করেছে। কারণ যে নাজাশীর দিকে মুসলমানরা হিজরত করেছিল, তিনি-ই সেই ব্যক্তি যাঁকে রাসূলﷺ সুপারিশ করেছিলেন, প্রশংসা করেছিলেন এবং যাঁর বিষয়ে হিজরত করতে ইচ্ছুকদেরকে বলেছিলেন: “তিনি এমন এক রাজা, যার শাসনে কাউকে অবিচার করা হয় না, আর তাঁর ভূমি হলো সত্যের ভূমি।” [সীরাতে ইবনে হিশাম]। কারণ তিনি তাঁদের (মুসলমানদের) সর্বোত্তম আশ্রয় দিয়েছিলেন, নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, যাতে তারা আল্লাহﷻর ইবাদত করতে পারে বিনা ভয়ে। তিনি কুরাইশের দু’জন প্রতিনিধি যাদের দাবি ছিল মুসলমানদের হস্তান্তর করতে, তাঁদের চাওয়া প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যদিও তাঁর প্যাট্রিয়াকরা (ধর্মীয় নেতারা) বিপরীত মত দিয়েছিল। তিনি তাঁদের (মুসলমানদের) রক্ষা করেছিলেন এবং দু’জন কুরাইশ দূতকে বলেছিলেন: “তোমরা আমার দেশে নিরাপদ, আর যে তোমাদের কষ্ট দিবে সে শাস্তিপ্ৰাপ্ত হবো।” তেমনি, তিনি জা‘ফরের উত্তর শুনে মন্তব্য করেছিলেন, যখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন কী এনেছেন: “নিশ্চয়ই এই বিষয় এবং ‘ঈসা যা এনেছেন, দু’টোই একই প্রদীপ থেকে এসেছে।” আবার দ্বিতীয় দিনে জা‘ফরের উত্তরে ঈসা عليه السلام সম্পর্কে তাঁদের মত শুনে তিনি ভূমি থেকে একটি কাঠি তুলে

বলেছিলেন: “আল্লাহﷻর কসম, ঈসা ইবনে মরিয়ম তোমরা যা বলেছ, তার চেয়ে এক কাঠি পরিমাণও বেশি ননা” [সীরাত ইবনে হিশাম]।

এসব থেকে তারা ভেবেছিল যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যদিও রাসূলﷺ তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেননি। একইভাবে, রাসূলﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা رضي الله عنه, যিনি হাবশায় হিজরতকারীদের একজন ছিলেন, তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেননি, যখন তিনি নাজাশী এবং হাবশায় তাঁদের পরিস্থিতি নিয়ে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: “যখন আমরা হাবশার দেশে পৌঁছলাম, আমরা সর্বোত্তম প্রতিবেশী হিসেবে নাজাশীকে পেলাম। আমাদের আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করতাম, আল্লাহﷻর ইবাদত করতাম বিনা কষ্টে এবং এমন কিছু শুনতাম না যা আমাদের অপছন্দ হতো...” তিনি আরও বললেন: “আল্লাহﷻর কসম, আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, যতক্ষণ না হাবশায় এক ব্যক্তি বের হলো, যে নাজাশীর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করল।” তিনি বললেন: “আমরা কখনও এমন দুঃখে পতিত হইনি যেমন তখন হয়েছিল, আশঙ্কা করছিলাম সেই ব্যক্তি নাজাশীকে হারিয়ে দিলে, তাঁর জায়গায় অন্য কেউ আসবে, যে আমাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে না যেমন নাজাশী দিয়েছিল।” তিনি বললেন: “আল্লাহﷻ যখন নাজাশীকে তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দিলেন এবং তাঁর দেশকে সুদৃঢ় করলেন, আল্লাহﷻর কসম, আমরা তখনকার মতো আনন্দ আর কখনও পাইনি।” “নাজাশী (যুদ্ধে) ফিরে এলেন, যখন আল্লাহﷻ তাঁর শত্রুকে ধ্বংস করলেন এবং তাঁর দেশকে সুদৃঢ় করলেন, আর হাবশার অবস্থা সুশৃঙ্খল হলো। এরপর আমরা তাঁর আশেপাশে সর্বোত্তম গৃহে অবস্থান করতে লাগলাম, যতক্ষণ না আমরা

রাসূলﷺ—এর কাছে পৌঁছলাম, তখন তিনি মক্কায় ছিলেন।” [সীরাত ইবনে হিশাম]। উম্মু সালামার رضي الله عنه এই হাদিস কোনোভাবেই এ প্রমাণ করে না যে নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এটা এক দিক। অন্য দিক থেকে দেখলে, যারা বলে যে—যে নাজাশীর জন্য রাসূলﷺ জানাযার নামাজ পড়েছেন, তিনি-ই সেই নাজাশী যার কাছে নবীﷺ হিজরতকারীদের (মুহাজিরদের) পাঠিয়েছিলেন, এবং সেই নাজাশী যাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছিল—তারা আনাস ইবন মালিক رضي الله عنه—এর সেই হাদিসের সঙ্গে পরিচিত নন, যা ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহে বর্ণনা করেছেন: “নবীﷺ কিসরা, কায়সার, নাজাশী এবং প্রত্যেক জালিমকে আল্লাহﷻর দিকে দাওয়াত দিয়ে লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই নাজাশী ছিলেন না, যার জন্য নবীﷺ জানাযার নামাজ পড়েছিলেন।”

মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ তাঁর Political Documents of the Prophetic Era বইতে যে দুটি চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোতে বলা হয়েছে যে নাজাশী রাসূলﷺ—কে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, নবীﷺ যদি আদেশ দেন তবে তিনি তাঁর কাছে চলে আসতে প্রস্তুত আছেন। এবং তিনি তাঁর পুত্র আরহা ইবনে আল-আশাম ইবনে আভহার—কে পাঠিয়েছেন। এই চিঠি তখন পাঠানো হয়েছিল, যখন নবীﷺ

মক্কায় ছিলেন। আর দ্বিতীয় চিঠির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, নাজাশী সেটি হাবশা থেকে ফিরে আসা সাহাবাদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, যখন নবীﷺ মদীনায় অবস্থান করছিলেন।

এই দুই চিঠির উল্লেখ সহীহ হাদিস গ্রন্থগুলোতে নেই। Political Documents of the Prophetic Era—এর লেখক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এই নথিগুলো নিয়েছেন ইতিহাসের বইগুলো থেকে—যেমন তাবারী, কালকশান্দী, ইবনে কাসীর প্রমুখ। তিনি কোথাও বলেননি যে, তিনি এগুলো হাদিস গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন। ইতিহাসের বইগুলো নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ তারা হাদিস গ্রন্থগুলোর মতো সনদ যাচাইয়ের প্রতি যত্নবান নয়। তারা রাতের আঁধারে কাঠ সংগ্রহকারীর মতো সবকিছু একত্র করে, সে জানে না তার হাত কাঠের ডালে পড়ছে নাকি সাপের গায়ে। তাই এই দুই চিঠির কোনো মূল্য নেই। তার উপর এগুলো মুসলিমে বর্ণিত আনাসرضي الله عنه—এর হাদিসের সাথে, উম্মু সালামারاضي الله عنه—এর নাজাশী সম্পর্কে বর্ণনার সাথে এবং হাবশায় থাকা মুহাজিরীনদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক—যার মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন জা‘ফরرضي الله عنه, যিনি নবীﷺ—এর কাছে ফিরে আসেন সপ্তম হিজরিতে, খাইবার বিজয়ের পর এবং নবীﷺ রাজা-রাজন্যদের কাছে চিঠি পাঠানোর পর। অথচ তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি যে নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

অতএব, এই দুই চিঠি সহীহ নয়, এগুলো থেকে দলীল গ্রহণও সহীহ নয়, তাই এগুলো প্রত্যাখ্যাত। সবকিছু থেকে স্পষ্ট হলো—যে নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং যার উপর নবীﷺ জানাযার নামাজ পড়েছিলেন, তিনি সেই নাজাশী নন যার কাছে মুহাজিররা হিজরত করেছিলেন। তিনি সেই নাজাশীও নন, যাকে নবীﷺ হিজরতের ষষ্ঠ বছরের শেষে বা সপ্তম বছরের শুরুতে ‘আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরীর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বরং তিনি সেই নাজাশী যিনি ক্ষমতায় আসেন হাবশায় সেই নাজাশীর মৃত্যুর পর যাকে নবীﷺ ইসলাম গ্রহণের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

যে নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি সপ্তম হিজরিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কারণ নবীﷺ হুদাইবিয়ার অভিযানের পর রাজা ও শাসকদের কাছে তাঁর দূত পাঠিয়েছিলেন, যার মধ্যে নাজাশীও ছিলেন। এটা হয়েছিল হিজরতের ষষ্ঠ বছরের শেষে, যুল’ক্বদ মাসে। এরপর ওই নাজাশী সপ্তম হিজরিতে মারা যান, আর তখনই সেই নাজাশী ক্ষমতা গ্রহণ করেন যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি, যার জন্য নবীﷺ সালাতুল জানাযা পড়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল হিজরতের অষ্টম বছরের মক্কা বিজয়ের আগে—যেমনটি ইমাম বায়হাকি তাঁর দালাইল আন-নুবুওয়াহ-তে উল্লেখ করেছেন।

অতএব, তাঁর ক্ষমতায় আসা, ইসলাম গ্রহণ করা এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টা ছিল খুবই অল্প। তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর কেউই জানত না, এমনকি রাসূলﷺ—ও না। রাসূলﷺ তাঁর মৃত্যু এবং ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অবহিত হন ওয়াহী—এর মাধ্যমে, যেদিন তিনি মারা যান—যেমন

বুখারীতে বর্ণিত তাঁর মৃত্যুসংক্রান্ত ছয়টি হাদিসের শব্দাবলি থেকে প্রমাণিত হয়। মুসলিম হিসেবে তিনি মৃত্যুর আগে যে স্বল্প সময় অতিবাহিত করেছিলেন, তা তাঁকে ইসলামের নিয়ম-কানুন জানার সুযোগ দেয়নি। আর রাসূলﷺ এ বিষয়ে অবগত না থাকার কারণে, তিনি তাঁকে কোনো কিছু লিখেও পাঠাননি যে কী করতে হবে।

এজন্য এটি সেই ব্যক্তিদের জন্য কোনো প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, যারা অনুমতি দেন এমন কুফুরি শাসনের অংশগ্রহণে, যা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান ব্যাতিত শাসন করে। তাদের যুক্তি তাই অকার্যকর।